ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স- ১৩৬৩
আগরতলা,০৮ জুলাই,২০১৮

সাড়ে তিন মাসে রাজ্যে অনেকগুলি কর্মসূচি রূপায়ণ করা হয়েছে : মুখ্যমন্ত্রী

রক্তদান মহৎ দান। স্বেচ্ছা রক্তদান একজন রোগীর প্রাণ বাঁচায়। রক্ত কৃত্রিমভাবে তৈরী করা যায় না। পৃথিবীতে এর বিকল্পও নেই। স্বেচ্ছা রক্তদানে অন্যান্যদের সাথে আজ টি এস আর, পুলিশ, ক্লাব ও বিভিন্ন সংগঠনের সদস্যরাও এগিয়ে এসেছেন। এটা একটা নতুন মাইলস্টোন তৈরী করছে। সব ঠিকঠাকভাবে চললে ত্রিপুরা আগামী এক বছরে অন্য দিশায় নিজেকে তুলে ধরবে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ কলেজটিলার বিবেকানন্দ সংঘ প্রাঙ্গণে আয়োজিত একদিনের স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে উদ্বোধকের ভাষণে এই অভিমত ব্যক্ত করেন।

প্রদীপ জ্বেলে এই রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব উদ্যোক্তাদের এই উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, উদার মানসিকতা থাকলে রাজ্য আপনা আপনিই এগিয়ে যায়। আজ যারা এখানে স্বেচ্ছা রক্তদান করতে এসেছেন এটা তাদের উদার মানসিকতার পরিচায়ক। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উদার মন নিয়ে দেশের জন্য কাজ করছেন। মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিয়ে মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের নামে আগরতলা বিমানবন্দরের নামকরণ করা হয়েছে। তাতে বুঝা যায় মানবিক দিক দিয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে প্রধানমন্ত্রী কিভাবে এগিয়ে নিতে চান। অথচ এক সময় এ অঞ্চলকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা হতো। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা রাজ্যের যে ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি এর পথ প্রদর্শক ছিলেন মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর। তাঁর নামে এই বিমানবন্দরের নামকরণে আমরা গর্ববোধ করি। স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জিবি হাসপাতালের মানোন্নয়ন হচ্ছে। ত্রিপুরাতে আয়ুষ্মান ভারত যোজনাকে বাস্তবায়ন করার জন্য সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডার সাথে সাক্ষাৎ করেছি। এর জন্য ট্রাস্ট গঠন করা হবে। এ যোজনায় রাজ্যে বছরে ৫ লক্ষ ২০ হাজার গরীব রোগী উপকৃত হবেন। এ যোজনায় কেন্দ্র ৯০ শতাংশ ও রাজ্য ১০ শতাংশ অর্থ দেবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গত ২৫ বছর রাজ্যের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত ছিলো। নেশা কারবার রাজ্যে ছেয়ে গেছে। এর চাইতে দুর্ভাগ্য রাজ্যের আর কি হতে পারে। এখন মানুষ নতুন দিশা চান। বর্তমান সরকার 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ' নীতি নিয়ে চলতে চায়। তিনি বলেন, সরকারের মাত্র সাড়ে তিন মাসে অনেকগুলি কর্মসূচি রূপায়ণ করা হয়েছে।

বিশেষ অতিথির ভাষণে ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ রেবতী মোহন দাস বলেন, রক্তদান শ্রেষ্ঠ দান। এতে হিন্দু, মুসলমান বিচার্য বিষয় হয় না। এতে সাম্প্রদায়িকতা দূর হয়। রক্তদান আজ উৎসবে পরিণত হয়েছে। অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন ধলেশ্বরস্থিত রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী জ্যোতিরানন্দজী মহারাজ। স্বাগত ভাষণ দেন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক রাজীব ভট্ট াচার্য। শিবিরে ৪১ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিবেকানন্দ সংঘের সভাপতি বিভূতি চৌধূরী।

*****